দৈনিক সংবাদ

তারিখ 20 FEB 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

১৬টি জেলায় ছাত্র ভর্তির হার বেড়েছে বাড়েনি বিদ্যালয়ের সংখ্যা

।। মলয় ভৌমিক ।।

রাজশাহী, ২৫শে ফেব্রুয়ারি।– রাজশাহী বিভাগের ১৬টি জেলায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তির হার বেড়েছে, কিন্তু বাড়েনি বিদ্যালয়ের সংখ্যা। গত ২১ বছরে এই অঞ্চলে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে মাত্র ২শ' ৪৮টি। অথচ এই সময়ে এলাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। শিশুমৃত্যুর হার কমে যাওয়া, পাশাপাশি শিশুদের লেখাপড়ার প্রতি অভিভাবকদের আগ্রহ বেড়ে যাওয়ায় বিদ্যালয় গমন উপযোগী শিশুর সংখ্যাও গত ২১ বছরে দ্বিগুণের বেশী হয়েছে।

২১ বছর আগে ১৯৭৩ সালে রাজশাহী বিভাগে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৯ হাজার ১৪টি। এই দীর্ঘ সময়ে বিদ্যালয়ের সংখ্যা মাত্র ২৪৮টি বেড়ে বর্তমান সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯ হাজার ২৬২টিতে। অর্থাৎ গত ২১ বছরে বিদ্যালয় গমন উপযোগী শিশুর সংখ্যা শতকরা একশ' ভাগ বাড়লেও বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে মাত্র শতকরা ৩ ভাগ। অবশ্য বিদ্যালয় ভবনের আয়তন বাড়িয়ে কিছু বাড়তি ছাত্র ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে এই সময়ে। চাহিদার তুলনায় এ সুযোগ সামান্যই। সামগ্রিক অবস্থা বিশ্লেষণে দেয়া যাচ্ছে, উত্তরাঞ্চলের বেশিরভাগ শিশুই হয় অবহেলিত বেসরকারী বিদ্যালয়ে যাচ্ছে অথবা বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হচ্ছে।

উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে বিদ্যালয়ের সংখ্যা যেমন বাড়েনি, তেমনই বাড়েনি শিক্ষক কর্মকর্তা–কর্মচারীর সংখ্যাও। ২১ বছর আগে ১৯৭৩ সালে রাজশাহী বিভাগে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের শূন্যপদ ছিল ৩৯ হাজার ১৪১টি। এরপর প্রতিটি থানায় মাত্র দু'টি করে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য ৪টি করে পদ সৃষ্টি করা হয়। এতে ১২৪টি থানার ২৪৮টি বিদ্যালয়ের জন্য ৯৯২টি শিক্ষক পদ সৃষ্টি করা হয়। অর্থাৎ গত ২১ বছরে মাত্র ৯৯২টি শিক্ষক পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। বর্তমানে এই পদের সংখ্যা প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক পদ মিলিয়ে ৪০ হাজার ১৩৩টি। এর মধ্যে আবার এক হাজার ৬৮৭টি পদ এখন পর্যন্ত শূন্য।

দীর্ঘ ২১ বছরে কর্মকর্তা কর্মচারীদের সংখ্যাও বাড়েনি। বরং অনেক পদ শূন্য রয়েছে। যেমন ১৬টি জেলায় ১৬টি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা পদের মধ্যে বর্তমানে ১৫টি পদই শূন্য রয়েছে। এছাড়া ৮টি প্রাথমকি শিক্ষা কর্মকর্তা পদের ৮টিই বর্তমানে শূন্য। একইভাবে ১২৪টি থানা শিক্ষা কর্মকর্তা পদের মধ্যে বর্তমানে ৩৫টি পদ খালি। সহকারী থানা শিক্ষা কর্মকর্তার পদ শূন্য ৯০টি। কর্মচারী পদও শূন্য রয়েছে বেশ কিছু সংখ্যক। অন্যদিকে ১৯৮১ সালে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে ৪২৫ জন কর্মকর্তা–কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হলেও এখনো তাদের রাজস্ব বাজেটে আত্তীকরণ করা হয়নি। এসব কারণে প্রশাসনিক চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে বর্তমান কর্মকর্তা–কর্মচারীদের ওপর।

শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ বাড়ানোর ক্ষেত্রে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে অনুমোদন (রেজিস্ট্রেশন) দেয়ার গতিও অত্যন্ত ধীর। গত ২১ বছরে খুবই অল্প সংখ্যক বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে অনুমোদন দেয়া হয়েছে। জানা গেছে, রাজশাহী বিভাগের ১৬টি জেলায় বর্তমানে ৩ হাজার ৫৭৬টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় অনুমোদনের অপেক্ষায় দিন গুনছে।